



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)  
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



প্রকল্প: বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১  
(বিআরডব্লিউটিপি-১)  
আইডিএ ক্রেডিট নং: ৫৮৪২-বিডি, চুক্তি # বিআরডব্লিউটিপি-এস৬



নতুন ও উন্নীতকণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কার্গো এবং প্যাসেঞ্জার টার্মিনালসমূহের নির্মাণ  
ও উন্নয়ন কাজের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

কার্গো ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনালসমূহের জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা  
সারসংক্ষেপ



ইসি৫৭০৬ চূড়ান্ত র‍্যাপ-বিআরডব্লিউটিপি-এস-৬-ডি০৪

সেপ্টেম্বর, ২০২২

## নথির গুণগত নিয়ন্ত্রণ শীট

- প্রকল্প: কার্গো এবং প্যাসেঞ্জার টার্মিনালসমূহের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, বিআরডব্লিউটিপি-এস৬
- কার্গো এবং প্যাসেঞ্জারের জন্য টার্মিনাল
- কার্গো এবং প্যাসেঞ্জার টার্মিনালসমূহের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

সংস্করণ	প্রস্তুতকরা হয়েছে		পর্যালোচনা করা হয়েছে		অনুমোদিত	
	দ্বারা	তারিখ	দ্বারা	তারিখ	দ্বারা	তারিখ
সংস্করণ ০১	কেএইচএম	৬/০৫/২০২১	জেইপি	১০/০৫/২০২১	জেআরসি	১১/০৫/২০২১
সংস্করণ ০২	কেএইচএম	১৩/০৬/২০২১	জেইপি	১৪/০৬/২০২১	জেআরসি	১৫/০৬/২০২১
সংস্করণ ০৩	কেএইচএম	০৫/০৮/২০২১	জেইপি	১১/০৮/২০২১	জেআরসি	১২/০৮/২০২১
সংস্করণ ০৪	কেএইচএম	০৫/০২/২০২২	জেইপি	১১/০২/২০২২	জেআরসি	১৫/০২/২০২২

### • অংশগ্রহণকারীগণ

প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	নাম	নামের আদ্যক্ষরসমূহ
টিপসা	দলনেতা. পরিবেশ বিশেষজ্ঞ	এনরিক পিনেরো	জেইপি
টিপসা	প্রকল্প পরিচালক	জেইমে রুইজ	জেআরসি
টিপসা	সামাজিক উন্নয়ন এবং আরএপি বিশেষজ্ঞ	খায়রুল মতিন	কেএইচএম
কেএস	কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এক্সপার্ট	মোহসেন আরা	এমএসএ
কেএস	কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এক্সপার্ট	আসাদুল্লাহ সাদাত	এএসডি
কেএস	জেডার বিশেষজ্ঞ	বেগম সামসুননাহার	বিজিএস

### • পরিবর্তন ও পরিবর্তন তালিকা

সংস্করণ	পরিবর্তন নিবন্ধন
সংস্করণ ০১	ক্লায়েন্ট পর্যালোচনার জন্য প্রথম খসড়া চূড়ান্ত র্যাপ প্রতিবেদন
সংস্করণ ০২	চূড়ান্ত র্যাপ সারসংক্ষেপ

## সূচিপত্র:-

ভূমিকা .....	০৯
প্রকল্প দ্বারা চিহ্নিত প্রভাবসমূহ .....	১০
আইনগত এবং নীতিগত কাঠামো .....	১২
পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসনের বিকল্প .....	১৭
অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি .....	১৭
বাস্তবায়নের ব্যবস্থা .....	১৯
পরিবীক্ষণ পদ্ধতি .....	২৩
ব্যয় প্রাক্কলন এবং বাজেট .....	২৩

**সংক্ষিপ্তকরণের তালিকা-**

■ এবি	অ্যাকুয়ারিং বডি (জেলা প্রশাসক)
■ এসি ল্যান্ড	সহকারী কমিশনার ভূমি
■ এডিসি (রেভ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
■ এএইচ	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার
■ এআরআইপিএ	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং রিকুইজিশন আইন
■ বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
■ বিআরডব্লিউটিপি	বাংলাদেশ আঞ্চলিক নৌ পরিবহন প্রকল্প
■ বিআইডব্লিউটিএ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
■ সিএলএসি	কেন্দ্রীয় জমি বরাদ্দ কমিটি
■ সিইউএল	আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ
■ সিএমপি	বর্তমান বাজার মূল্য
■ সিপিআর	কমিউনিটি প্রোপারটি রিসোর্স
■ সিএসসি	কম্প্রোকশন সুপারভিশন কনসালট্যান্ট/পরামর্শক
■ ডিএই	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
■ ডিসি	জেলা প্রশাসক
■ ডিএলএসি	জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি
■ ডিএমএস	বিস্তারিত পরিমাপ জরিপ
■ ডিওএফ	বন বিভাগ
■ ইএ	নির্বাহি সংস্থা
■ ইসি	এন্টাইটেলমেন্ট কার্ড
■ ইএমএ	এক্সটার্নাল মনিটরিং এজেন্সী
■ ইপি	এনটাইটেলড পার্সন (এনটাইটেল্ড ব্যক্তি)
■ এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
■ জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
■ জিআরসি	অভিযোগ প্রতিকার কমিটি
■ এইচএ	হেঙ্ক্টর
■ এইচএইচ	পরিবার
■ আইডি কাড	পরিচয়পত্র
■ আইজিএ	আয় বর্ধক কার্যক্রম
■ আইওএল	ক্ষতির তালিকা
■ আইএলআরপি	আয় এবং জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচি
■ আইআর	ইভল্যান্টারি রিসেটেলমেন্ট
■ জেভিএস	জয়েন্ট ভেরিফিকেশন সার্ভে
■ কেএম	কিলোমিটার
■ এলএ	ভূমি অধিগ্রহণ
■ এলএআর	ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন
■ এলএও	ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
■ এলএপি	ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা
■ এলজিআই	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
■ এলএমএস	ভূমির বাজার জরিপ
■ এমএআরসি	সর্বাধিক অনুমোদিত প্রতিস্থাপন খরচ
■ এমই	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
■ এমআইএস	তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
■ এমওএল	ভূমি মন্ত্রণালয়
■ এমওএস	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
■ এনজিও	বেসরকারি সংস্থা
■ ওপি	পরিচালন নীতি
■ পিএএইচ	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার
■ পিএভিসি	সম্পত্তি মূল্যায়ন ও মূল্যনির্ধারণ কমিটি
■ পিএইউ	প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট

■ পিএমও	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস
■ পিডি	প্রকল্প পরিচালক
■ পিআইবি	পাবলিক ইনফরমেশন ব্রোশিওর
■ আরএপি	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
■ আরবি	রিকোয়্যারিং বডি
■ আরএফ	পুনর্বাসন কাঠামো
■ আরওআর	রেকর্ড অফ রাইটস
■ আরওডব্লিউ	রাইট অফ ওয়ে
■ আরইউ	পুনর্বাসন ইউনিট
■ আরসি	পুনর্বাসন খরচ
■ এসসিএম	স্টেকহোল্ডার আলোচনা সভা
■ এসইএস	আর্থ-সামাজিক জরিপ
■ টিওআর	টার্মস অফ রেফারেন্স
■ ভিএইচ	ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার
■ ডব্লিউবি	বিশ্বব্যাপক

কারেলি ইকুইভ্যালেন্ট (মার্চ ২০২১ অনুযায়ী)

কারেলি ইউনিট	-	বাংলাদেশ টাকা (বিডিটি)
বিডিটি ১.০০	=	ইউএস ডলার ০.০১১৯
ইউএস ডলার ১.০০	=	বিডিটি ৮৪.৭০

ওজন ও পরিমাপ

১ হেক্টর	-	২.৪৭ একর
১ হেক্টর	-	১০০০০ বর্গ মিটার
১ ডেসিমেল	-	৪০.০৫ বর্গ মিটার

## শব্দকোষ

**প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (Project Affected Person-PAP):** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যদি কোন ব্যক্তির, পরিবারের, ফার্ম বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের (i) জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; (ii) বাড়ী, ভূমি (আবাসিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, বন অথবা চারণভূমি সহ অন্যান্য), জলজ সম্পদ অথবা যেকোনস্থাবরবা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অথবা (iii) ব্যবসা-বানিজ্য, পেশা, কর্মস্থল অথবা আবাসস্থান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/স্থানচ্যুত হয় এমন ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম, একক প্রতিষ্ঠান বা যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (PAP) হিসেবে বিবেচিত হবেন।

**সহায়তা (Assistance):** সহায়তা বলতে আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াও পুনঃস্থাপন/পুনর্বাসন করতে নগদ অর্থ বা সমমূল্যের বস্তু সহায়তাকে বুঝায়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জমির বদলিমূল্য এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করবে।

**এওয়ার্ডী (Awardee):** স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও লুকুম দখল আইন, ২০১৭-এর ধারা ৪ অনুযায়ী নোটিশ জারির মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও ভূমির ওপর অবস্থিত অন্যান্য সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। রেকর্ডীয় ব্যক্তির নাম এওয়ার্ড বইতে লিপিবদ্ধ থাকে। এওয়ার্ডী সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশগণ অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও ভূমির ওপর অবস্থিত অন্যান্য সম্পদের আইনানুগ রেকর্ডীয়মালিক এবং জেলা প্রশাসন অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও ভূমির উপস্থিত অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে থাকেন।

**ক্ষতিপূরণ (Compensation):** ক্ষতিপূরণ বলতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের অথবা প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের (আইনানুগ বা সামাজিকভাবে স্বীকৃত) বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ীনগদ অর্থ বা সমমূল্যের বস্তু সহায়তাকে বুঝায়।

**কমিউনিটি প্রপার্টি রিসোর্স (Community Property Resource-CPR):** কমিউনিটি প্রপার্টি রিসোর্স বলতেনির্দিষ্ট সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিতধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবা অন্যান্য সামাজিক সম্পত্তিকে বোঝায়। কমিউনিটি প্রপার্টি রিসোর্সের মধ্যে রয়েছে মসজিদ, কবরস্থান, মন্দির, মাদ্রাসা/স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি।

**কাট-অফ ডেট (Cut-off date):** কাট-অফ ডেট বা চূড়ান্ত সময়সীমা সেই তারিখকে নির্দেশ করে যার পরে কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের সহায়তার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও লুকুম দখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭ এর ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশ প্রদানের তারিখে আইনি ক্ষতিপূরণের জন্য স্বীকৃত চূড়ান্ত সময়সীমা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সরকারী ভূমিতে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জনশুমারি (census) ও তাদের সম্পদের ক্ষতি জরিপ তালিকা (Inventory of Loss Survey) তৈরির শুরুর তারিখকে স্বত্বহীন (Non-Titled) ব্যক্তিদেরজন্য চূড়ান্ত সময়সীমাহিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**নির্ভরতা অনুপাত (Dependency Ratio):** এটি একটি পরিমাপ যা পরিবারের আয়ক্ষম মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যাকে বোঝায়, বয়স শূন্য থেকে ১৫ বছর বয়সী এবং ৬০ উর্দ্ধ বয়সী জনগোষ্ঠীর ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীলতার অনুপাত। এটাকে "মোট নির্ভরতা অনুপাত" হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।

**স্থানচ্যুত ব্যক্তি (Displaced Person-DP):** প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ অথবা প্রকল্প এলাকা খালি করার কারণে যে সমস্ত ব্যক্তি প্রকল্প এলাকা হতে শারীরিকভাবে স্থানান্তরিত হবেন (নূতন স্থানে স্থানান্তর, বাস্তুভিটা হারানো, বা আশ্রয়স্থল হারানো) অথবা অর্থনৈতিকভাবেস্থানান্তরিত হবেন (জমি হারানো, সম্পদ হারানো, আয়েরউৎস হারানো, জীবিকা হারানো) তারাই বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ পলিসি (OP 4.12Involuntary Resettlement Policy) অনুসারে স্থানচ্যুত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

**অনধিকার প্রবেশকারী (Encroacher):** যে সব ব্যক্তি প্রকল্পের কাট-অফ ডেট-এর পরে প্রকল্প এলাকায় আবাসন বা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবে, সে সব ব্যক্তি প্রকল্প হতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বা অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাদি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অনধিকার প্রবেশকারী উক্তিটি সেসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যারা প্রকল্প এলাকা সংলগ্ন ব্যক্তিগত জমিকে সরকারী জমিতে প্রসারিত করে বা ব্যক্তিগত জমিকে সরকারী জমিতে প্রসারিত করে সরকারী জমি ব্যবহার বা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে কাঠামো নির্মাণ করে।

**প্রাপ্যতা (Entitlement):** ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য নগদ অর্থ বা সমমূল্যের বস্তু ক্ষতিপূরণ, অবকাঠামো স্থানান্তর খরচ, আয় পুনরুদ্ধার সহায়তা, অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ সহায়তা, আয় প্রতিস্থাপন সহায়তা, ব্যবসা পুনরুদ্ধার সহায়তা যা তাদের ক্ষতির ধরণ ও মাত্রা/প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

**প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির ফাইল (Entitled Person's File):** এটি একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের (Household-HH) প্রোফাইল ও ক্ষতির তথ্য ফাইল। এতে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদেরসামাজিক ও জনসংখ্যার তথ্য (নাম, পিতার/স্বামীর নাম, ঠিকানা, আয়, পেশা, ইত্যাদি), শ্রেণী-ভিত্তিক ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে।

**প্রাপ্য পত্র (Entitlement Card-EC):** প্রাপ্য পত্রে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির (Entitled Person) সামাজিক ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য (নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, আয়, পেশা, ইত্যাদি) এবং ক্ষতির প্রতিটি আইটেমের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন সুবিধাদির টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ প্রদানের তথ্য (যদি থাকে) বর্ণিত থাকে।

**এমিনেন্ট ডোমেইন (Eminent Domain):** স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং লুকুম দখল আইন (এআরআইপিএ) ২০১৭ অনুসারে জনসাধারণের উদ্দেশ্য/স্বার্থে বা ব্যবহারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণে নিয়োজিত সরকারের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে বোঝায়।

**পরিবার (Household):** যে সমস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একত্রে বসবাস করে, একই সাথে রান্না করে এবং একই সাথে খায় তারা এই একক পরিবার হিসেবে বিবেচিত হবে।

**ক্ষতির তালিকা (Inventory of losses):** পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (রূপ) তৈরীর জন্য জনশুমারি জরিপের সময় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের লিপিবদ্ধকৃত তালিকাই ক্ষতির তালিকা।

**মৌজা (Mouza):** মৌজা এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়। এটিকে সরকারীভাবে রাজস্ব গ্রাম বলা হয় যেখানে ভূমির নির্দিষ্ট সীমানা এবং ভূচিহ্নসহ প্লট এবং মাপকাঠি উল্লেখ থাকে।

**স্বত্বহীন ব্যক্তি (Non-titled Person):** স্বত্বহীন ব্যক্তিবলতে সে সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা বিনা অনুমোতিতে অন্যের ব্যক্তিগত জমি বা সরকারী জমি ব্যবহার করে।

**প্রকল্প (Project):** প্রকল্প বলতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিপি)-এরবাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ কে বোঝাবে।

**প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা (Project Affected Business):** প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যেকোন দোকান, ভান্ডার বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

**প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এনটিটি (Project Affected Entity):** সার্বিকভাবে সকল আবাসিক ঘরবাড়ি, বাণিজ্যিক ও ব্যবসা উদ্যোগ,সাধারণ সম্প্রদায়ের সম্পদ এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুকে নির্দেশ করে।

**প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার (Project Affected Household-PAH):** সার্বজনীন সম্পত্তি (মসজিদ, কবরস্থান, মন্দির, মাদ্রাসা/স্কুল ইত্যাদি) বাদে সব আবাসিক পরিবার, বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ প্রকল্প প্রভাবিত পরিবারের আওতাভুক্ত।  
**পাকা (Pucca):** পাকা বলতে এমন কাঠামোকে বুঝায় যার মেঝে পাকা, ওয়াল পাকা (ইট দিয়ে নির্মিত) ও কংক্রিট দিয়ে ছাদ নির্মিত।

**আধা-পাকা (Semi Pucca):** আধা-পাকা বলতে ইট বা কংক্রিটের দেয়াল এবং খড় বা পাতার তৈরী ছাদের সমন্বয়ে নির্মিত কাঠামোকে বোঝায়।

**টিনের তৈরি (Tin-made):** ধাতব শীট বা টিনের শীট দিয়ে তৈরি কাঠামো (বেড়া ও ছাদ টিনের)।

**কাঁচা (Kutchha):** কাঁচা, খড়, বাঁশ, পাতা এবং অন্যান্য টেকসই নয় এমন উপকরণ দিয়ে নির্মিত কাঠামো।

**স্থানান্তর (Relocation):** স্থানান্তর বলতে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (APs) প্রকল্প এলাকা হতে নতুন এলাকায়/স্থানে স্থানান্তর করা যেখানে সম্পদের ব্যবস্থা, উর্বর জমি/কর্মস্থানসহ ঘর-বাড়ি পুনঃনির্মাণ এবং আয়, জীবিকা, জীবনযাত্রা সমেত সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাকে বুঝায়।

**প্রতিস্থাপন খরচ (Replacement cost):** প্রতিস্থাপন খরচ বলতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হারানো সম্পদের মূল্য হ্রাস ছাড়াই বর্তমান বাজার মূল্যে বিদ্যমান অবস্থায় প্রতিস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ বা অন্য কোন বস্তু সহায়তাকে বোঝায়।

**পুনর্বাসন (Resettlement):** পুনর্বাসনের অর্থ হচ্ছে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প সাইট হতে স্থানান্তর পরবর্তী সময়ে ভূমি অধিগ্রহণসহ ভৌত অবকাঠামো স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সব প্রভাব যেমনঃ বাসস্থান নির্মাণ, আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট সব প্রভাব প্রশমন/নিরসন করা।

**উল্লেখযোগ্য প্রভাব (Significant impact):** উল্লেখযোগ্য প্রভাব বলতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারের আবাসন ও উৎপাদনশীল সম্পদহারানো বিবেচনায় (যে সমস্তপরিবার উৎপাদনশীল সম্পদের ১০% এর বেশি হারায় ও যাদের আয় দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত এমন পরিবার) ক্ষতির তীব্রতাকে নির্দেশ করে।

**স্কোয়াটার (Squatter):** যে সমস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বিনা অনুমতিতে সরকারি জমিতে বসবাস বা ব্যবসা পরিচালনা করেন (বিইডব্লিউটিপি-এর বা সরকারী জমিতে) এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্কোয়াটার হিসেবে বিবেচিত হবেন।

**স্থাপনা (Structures):** স্থাপনা বলতেপ্রাইমারি ও সেকেন্ডারি অবকাঠামোসহ সব ধরনের বাড়ি-ঘর, আনুষঙ্গিক ভবন, বাণিজ্যিক কাঠামো, বাসস্থান, কমিউনিটি অবকাঠামো, দোকান, বেড়া ও দেয়াল, নলকূপ, ল্যান্ডট্রেন ইত্যাদিকেবোঝায়।

**স্কুদ বিক্রেতা/ছোট ব্যবসায়ী (Vendor):** স্কুদবিক্রেতা/ছোট ব্যবসায়ীবলতেমাটিতে স্থির কোন কাঠামো ছাড়াই কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে এমনব্যবসায়ীরাই ভেঙের হিসেবে বিবেচিত। এসব বিক্রেতার একটি নির্দিষ্ট জায়গায়কোন শেড ছাড়াই ভ্যানে বা মাটিতে দ্রব্যক্রয়-বিক্রয় করে, তবেএখানে-সেখানে অবস্থান পরিবর্তন করে না। ভাসমান বিক্রেতার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

**ভিটা/উচ্চ জমি (Vita/High Land):** এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চভূমি এবং বাড়ি/বিল্ডিং নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কিন্তু এখনও বাস্তবভিটা হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। ভিটা/উচ্চ বহু-ফসলিভূমি, বাগান, আবাসন অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যা সাধারণত প্লাবিত হয় না।

**হতদরিদ্র/ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার (Vulnerable Households)** হতদরিদ্র/ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার হলো (ক) মহিলা পরিবার প্রধান (তালাক হওয়ার কারণে বা বিধবা); অথবা পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যসহ নিম্ন আয়ের মহিলা পরিবার প্রধান (দারিদ্র্য সীমার নীচে বিবেচিত পরিবার); (খ) অর্থ-সম্পদহীন বয়োজ্যেষ্ঠ/অক্ষম পরিবার প্রধান; (গ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বিবেচিত হবে এমন পুরুষ প্রধান পরিবার; (ঘ) উপজাতি অথবা সংখ্যালঘু পরিবার; (ঙ) ভূমিহীন পরিবার; এবং (চ) সমাজিকভাবে নিম্ন শ্রেণী বা নিম্নবর্ণের পরিবার।



## ১. ভূমিকা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১' বাস্তবায়ন করছে যা ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল মূলনদী ও শাখাসহ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা হবে। বিশ্বব্যাপক এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। বিআরডব্লিউটিপি-এস৩, এস৪ এবং এস৫ প্যাকেজের অধীনে দুটি কার্গো ও চারটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, পনেরটি লঞ্চ ঘাট এবং ৬ টি ভেসেল স্টর্ম শেল্টার রয়েছে। এ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র বিআরডব্লিউটিপি-এস৩ এবং এস৪ (দুইটি কার্গো টার্মিনাল ও চারটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল) প্যাকেজের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

### ১.১ প্রকল্প

ছয়টি টার্মিনাল অর্থাৎ দুটি কার্গো ও চারটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের মধ্যে আশুগঞ্জ সাইটে জন্য মাত্র ০.৬৩৮ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যান্য সাইটের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না তবে বিআইডব্লিউটিপি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ বিভাগসহ বিভিন্ন সংস্থার কিছু সরকারি জমি টার্মিনালের উন্নয়ন/নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭ অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং বিশ্বব্যাপক ওপি ৪.১২ (অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন নীতিমালা) অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর ও জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনশুমারি (census) ও তাদের ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদের ক্ষতি জরিপ তালিকা (Inventory of Loss Survey) অনুসারে, প্রায় ৬১৭ টি পরিবার এবং দোকান এ প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার মধ্যে ১১১টি আবাসিক পরিবারের ৬০০ জন ব্যক্তি প্রকল্প সাইট হতে স্থানান্তরিত হবে। দুটি মসজিদ এবং দুটি মাদ্রাসাসহ চারটি সামাজিক সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যাদের মধ্যে ১ টি মসজিদ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নতুন জায়গায় মসজিদটি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকল্প সাইট হতে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হবে। আরো ১৮ টি অফিস/প্রতিষ্ঠান প্রকল্প সাইটের মধ্যে পড়েছে যেগুলি ভেঙে পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন হবে।

### ১.২ পদ্ধতি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (এস৬), টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী নীচের পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেনঃ

১. জনশুমারি (census) ও সম্পদের ক্ষতি জরিপ তালিকা (Inventory of Loss Survey) শুরু করার আগে ছয়টি টার্মিনালে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সরকারি জমি ব্যবহারকারীদের (নন-টাইটেবল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি) জন্য কাট-অফ ডেট (Cut-off date) ঘোষণা করা হয়।
২. প্রকৌশল নকশা (Engineering design) অনুসরণ করে বিআরপিডব্লিউটিপি-এ-১ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং এস৬ পরামর্শদাতাদের দ্বারা প্রতিটি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়। সীমানা নির্ধারণের পর জনশুমারি (census) ও সম্পদের ক্ষতি জরিপ তালিকা (Inventory of Loss Survey) শুরু করা হয়।
৩. প্রতিটি সাইটের জনশুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রুপের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
৪. আশুগঞ্জ সাইটের জন্য জমির প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণের জন্য প্রপার্টি ভ্যালুয়েশন সার্ভে পরিচালনা করা হয় এবং অন্যান্য সকল সাইটের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়।
৫. জরিপের আগে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তিকে স্থায়ী কালি বা রঙ ব্যবহার করে একটি স্বতন্ত্র নম্বর (হাউজহোল্ড নম্বর) দেওয়া হয় যাতে যেকোনো সহজেই হাউজহোল্ড (পরিবার) সনাক্ত করতে পারে।
৬. ভবিষ্যতে প্রতারণামূলক দাবি প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ভিডিও চিত্রায়নের মাধ্যমে ধারণ করা হয়।
৭. ব্যবসার প্রকৃতি, বিনিয়োগ এবং আয়সহ ক্ষুদ্র/ছোট ব্যবসায়ীদের (একটি নির্দিষ্ট স্থানে যারা কেনাবেচা করে) একটি পৃথক শীটে তালিকাভুক্ত করা হয়।
৮. পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP)-এর প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সন্নিবেশ এবং টেবিল তৈরি করা হয়।
৯. বিশ্বব্যাপকের ওপি ৪.১২ (অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন নীতিমালা) অনুসরণ করে এবং প্রাসঙ্গিক সরকারী আইন এবং প্রবিধান অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP) প্রণয়ন করা হয়।

## ২. প্রকল্পের চিহ্নিত প্রভাবসমূহ

প্রকল্পের আশুগঞ্জ সাইটের জন্য ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো, গাছ-পালা এবং সামাজিক সম্পত্তি (মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল), অফিস/প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসার উপর প্রভাব পড়বে। বিআরডব্লিউটিপি-এস৩, এস৪ প্যাকেজের আওতায় ছয়টি টার্মিনালের যেমন দুটি কার্গো ও চারটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের ক্ষতির প্রভাবের সংক্ষিপ্তসার সারণি ইক্স-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

### সারণী ইক্স-১: প্রভাবের/ক্ষতির সারাংশ

নং	প্রকল্পের প্রভাব	মোট
ক	ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ (একর)	০.৬৩৮
খ	মোট ক্ষতিগ্রস্ত সত্ত্বার (অস্তিত্বশীল বস্তু) সংখ্যা (বাসস্থান + দোকান)	৬১৭
গ	আবাসিক/বাণিজ্যিক অবকাঠামো হারানো স্ক্র্যাটারের সংখ্যা যাদের প্রকল্প সাইট হতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন	৫৫৪
ঘ	অন্যান্য অবকাঠামোর হারানো পরিবার সংখ্যা	১১
ঙ	জমি, কাঠামো এবং গাছ-পালা হারানো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা যাদেরকে প্রকল্প সাইট হতে স্থানান্তর করার প্রয়োজন নেই	৫২
চ	ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক সম্পত্তি (মসজিদ ও মাদ্রাসা) র সংখ্যা (০৪) এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (১৮)	২২
প্রকল্পের দ্বারা মোট ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিটের সংখ্যা (গ+ঘ+ঙ+চ)		৬৩৯
ছ	ক্ষতিগ্রস্ত ভাড়াটিয়ার সংখ্যা	৩৯২
জ	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার সংখ্যা	৫৯৮
ঝ	ক্ষতিগ্রস্ত মজুরি শ্রমিকের সংখ্যা	৬১৫
ঞ	ক্ষতিগ্রস্ত ছোট ব্যবসায়ীর সংখ্যা	১৭৯
ট	ক্ষতিগ্রস্ত গাছের সংখ্যা	১৯৮৬
ঠ	মোট ৬১৭ টি সত্ত্বা (ইউনিট) থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৩৩৪৩
ড	১১১ টি আবাসিক বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা	৬০০

উৎস: অক্টোবর, ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত জনশুমারি এবং সম্পদের ক্ষতি জরিপ তালিকা থেকে প্রাপ্ত।

## ২.১ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের যৌক্তিকতা

প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২-এর অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের সংগে সংগতিপূর্ণ বিধায় এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকিগুলি হ্রাস করে এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান করে। ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত ছয়টি টার্মিনালে যেমনঃ দুটি কার্গো এবং চারটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের জনশুমারি এবং আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত প্রভাবগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ছয়টি সাইটেই পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, প্রকল্পের কাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি, চূড়ান্ত তারিখ (কাট-অফ ডেট) ইত্যাদি প্রচারকরা হয়। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭ এবং বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ (অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন নীতিমালা) অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি বিস্তৃত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (টাইটেবল এবং নন-টাইটেবল) জন্য দুটি চূড়ান্ত তারিখ (কাট-অফ ডেট) প্রযোজ্য হবে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭ এর ধারা ৪ এর অধীনে নোটিশ প্রদানের তারিখ হলো আইনসম্মত মালিকদের জন্য চূড়ান্ত তারিখ (কাট-অফ ডেট) হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত নন-টাইটেবল ব্যক্তিদের জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য জনশুমারি আরম্ভ হওয়ার তারিখকে চূড়ান্ত তারিখ (কাট-অফ ডেট) হিসেবে বিবেচিত হবে। পরামর্শ বৈঠকের সময় চূড়ান্ত তারিখ (কাট-অফ ডেট) ঘোষণা করা হয়, তার অর্থ যে তারিখে জনশুমারি এবং সম্পদের ক্ষতি জরিপ তালিকা (Inventory of Loss Survey) শুরু করা হয়।

**সারণী এক্স-২:টার্মিনালের (কাট-অফ ডেট) চূড়ান্ত তারিখ (নন-টাইটেলেদের জন্য)**

পরামর্শ সভার তারিখ	স্থান	শুমারি শুরু তারিখ	ক্ষতিগ্রস্ত নন-টাইটেলে ব্যক্তিদের জন্য চূড়ান্ত তারিখ (কাট-অফ ডেট)
২২/১০/২০১৯	শুশান ঘাট	২৩/১০/২০১৯	২৩/১০/২০১৯
২২/১০/২০১৯	পানগাঁও	২৩/১০/২০১৯	২৩/১০/২০১৯
২৩/১০/২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	২৪/১০/২০১৯	২৪/১০/২০১৯
২৪/১০/২০১৯	আশুগঞ্জ	২৫/১০/২০১৯	২৫/১০/২০১৯
২৭/১০/২০১৯	বরিশাল	২৯/১০/২০১৯	২৯/১০/২০১৯
২৯/১০/২০১৯	চাঁদপুর	৩০/১০/২০১৯	৩০/১০/২০১৯

**২.২ পরামর্শ ও দলগত আলোচনা সভা**

ছয়টি টার্মিনালে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্টেকহোল্ডার) সঙ্গে মোট সাতটি (দুটি আশুগঞ্জে) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ৪৮৮ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এর মধ্যে ৪৭৩ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা। আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে, বিআরডব্লিউটিপি-১ এর কর্মকর্তারা, এস৬-এর পরামর্শক এবং বিআইডব্লিউটিএ-এর স্থানীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে পরামর্শ সভা ছাড়াও টার্মিনালগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে ২৪ টি ফোকাস গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মহিলা, ব্যবসায়ী, ভাড়াটে, ছোট/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ ৪১৩ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, স্থানীয় গণ্যমান্যব্যক্তি, স্থানীয় নেতা, ব্যবসায়ী, টার্মিনাল ব্যবহারকারী, গৃহিণী, দিনমজুর, ভাড়াটিয়া, টার্মিনাল ব্যবহারকারী, ইত্যাদি ব্যক্তির সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রকল্পের বর্ণনা, প্রকল্পের পরিধি, সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা, টার্মিনালগুলির উন্নয়নের জন্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ, প্রকল্প নির্মাণ এবং পরিচালনা পর্বের সময় লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি সহ অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুনর্বাসনের সুবিধা এবং প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালনার পর্যায়ে বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিআরডব্লিউটিপি-এস৬ প্যাকেজের পরামর্শক এবং পিআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন ও অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় জনগণের মতামত প্রতিফলিত করে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আলোচনা সভায়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা নিম্নরূপ ইতিবাচক এবং প্রতিকূল প্রভাব চিহ্নিত করেনঃ

(১) চিহ্নিত ইতিবাচক প্রভাবসমূহ :

টার্মিনাল নির্মাণ/উন্নয়নের ফলে-

- বিকল্প জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে;
- ব্যবসায় বৈচিত্র্যতা আনতে সাহায্য করবে;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন হবে;
- স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা হবে;
- টার্মিনাল ব্যবহারকারীদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে;
- স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় ভালো হবে; এবং
- সরকারী জমিতে কাঠামো এবং ব্যবসার জন্য ক্ষতিপূরণ সুবিধা পাওয়া যাবে।

(২) চিহ্নিত প্রতিকূল প্রভাবসমূহ :

বিপুল সংখ্যক দোকান স্থানান্তরিত হবে যা সাময়িকভাবে তাদের জীবিকার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে যেমন-

- দোকান স্থানচ্যুতির ফলে সরকারি জমিতে পুনরায় ব্যবসা চালু করতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে;
- পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে না পারলে তাদের জীবনযাত্রার মান খারাপ হতে পারে;
- ভাড়াটে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্য বিকল্প জায়গা পেতে সমস্যায় পড়তে পারে;
- জমির দাম বেশি হওয়ায় আশুগঞ্জের জমির মালিকরা বিকল্প জমি খুঁজে পেতে সমস্যা হবে;
- আশুগঞ্জ একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগ তাদের স্থানান্তরের জন্য জায়গা দিয়েছে। সুতরাং, বিআরডব্লিউটিপি প্রকল্পের জন্য তাদের স্থানান্তর হলে তারা সমস্যায় পড়বে; এবং
- চাঁদপুর টার্মিনালের প্রবেশ পথের পাশের বাসস্থানসমূহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি থেকে উচ্ছেদ হবে। এক্ষেত্রে তাদের কাছে স্থানান্তরের জন্য বিকল্প জমি নেই।

(চ) আইন এবং নীতি কাঠামো

ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আইনসম্মত ও নীতি কাঠামো এবং বিআরডব্লিউটিপি-এস৩ এবং এস৪ প্যাকেজের অধীনে কার্গো ও প্যাসেঞ্জারটার্মিনাল নির্মাণ/উন্নয়নের ভিত্তি হবে: (১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭ এবং (২) বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতিমালা (OP 4.12 Involuntary Resettlement Policy)। বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে প্রকল্পে দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় পুনর্বাসন নীতি চালু করেছে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭-তে ক্ষতিগ্রস্ত নন-টাইটেলেড ব্যক্তিদের সহায়তার সুযোগ নেই। জাতীয় পুনর্বাসন নীতি ২০১৮-তে বাস্তবায়িত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্থানান্তরের বিধান রাখা হয়েছে (ব্যক্তিগত জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের)। শুধুমাত্র বিশ্ব ব্যাংক-এর ওপি ৪.১২-এ ভূমিতে মালিকানা থাক আর না থাক নির্বিশেষে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭, বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ এবং জাতীয় পুনর্বাসন নীতি ২০১৮ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

(ছ) যোগ্যতার মানদণ্ড এবং নীতি

প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত চূড়ান্ত তারিখ (Cut-off date)-এ প্রকল্প সাইটে যে সব ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী প্রতিষ্ঠান, আইনি মালিকানা নির্বিশেষে, যারা অধিগ্রহণ করা জমি এবং অন্যান্য সম্পদে বসবাস করছেন, কাজ করছেন বা চাষ করছেন, সেই সব ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে বা জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অধিকন্তু, যারা অস্থায়ীভাবে ভূমি ব্যবহারের ফলে এবং পুনর্বাসনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারাও তাদের জীবিকার কার্যক্রমে বাঁধার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য হবেন।

প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদ এবং আয়ের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়তা পাবে। প্রতিটি ক্ষতির জন্য প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (Entitled Person-EP)র প্রাপ্যতা নিম্নরূপঃ

### সারণী এক্স-৩: এনটাইটেলেমেন্ট ম্যাট্রিক্স

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১: বসতভিটা, বাণিজ্যিক, শিল্প-সংশ্লিষ্ট ভূমি এবং সার্বজনীন সম্পত্তি	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
<ul style="list-style-type: none"> <li>ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইন সম্মত মালিক(গণ)।</li> <li>হুকুম দখলকৃত ভূমির শরিকদারগণ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন(ARIPA), ২০১৭ অনুযায়ী ডিসি অফিস কর্তৃক আইনসম্মত নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (Compensation under Law-CUL) পাবেন।</li> <li>ডিসি অফিস হতে পাণ্ড আইনসম্মত নগদ অর্থের (CUL) চেয়ে ভূমির প্রতিস্থাপন খরচ(প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) বেশী হয়ে থাকলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে থাকবেন।</li> <li>স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন খরচ ভূমির বর্তমান বাজার মূল্যের (প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি কর্তৃক নিরূপিত) ১২% পাবেন।</li> <li>আইন সম্মত মালিকদের প্রতিটি পরিবার (HH) বসতভিটা উন্নয়নের জন্য বসতভিটা উন্নয়ন ভাতা হিসেবে ২০,০০০ টাকা পাবেন।</li> </ul>

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ২: মালিকানাধীন ভূমির উপর নির্মিত আবাসিক কাঠামোর ক্ষতি	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
<ul style="list-style-type: none"> <li>ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইন সম্মত মালিক (গণ)।</li> <li>হুকুম দখলকৃত ভূমির শরিকদারগণ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন (ARIPA) ২০১৭ অনুযায়ী ডিসি অফিস কর্তৃক আবাসিক কাঠামোর জন্য আইনসম্মত নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (CUL) পাবেন।</li> <li>ডিসি অফিস হতে পাণ্ড নগদ অর্থের (CUL) চেয়ে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচ (প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) বেশী হয়ে থাকলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবেন।</li> <li>স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোঃ স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য কাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ) এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান (House Construction Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ)।</li> <li>অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোঃ অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ)।</li> <li>অবকাঠামোর মালিকগণ বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অধিগ্রহণাধীন আবাসিক অবকাঠামো/স্থাপনা বিনামূল্যে নিয়ে যাবেন।</li> </ul>

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৩: নিজস্ব মালিকানাধীন ভূমিতে বাণিজ্যিক/ শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর ক্ষতি	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
<ul style="list-style-type: none"> <li>ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইন সম্মত মালিক(গণ)।</li> <li>হুকুম দখলকৃত ভূমির শরিকদারগণ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন (ARIPA) ২০১৭ অনুযায়ী ডিসি অফিস কর্তৃক বাণিজ্যিক/শিল্পকারখানা সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর জন্য আইনসম্মত নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (CUL) পাবেন।</li> <li>ডিসি অফিস হতে পাণ্ড নগদ অর্থের (CUL) চেয়ে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য (প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) বেশী হয়ে থাকলে প্রকল্প অফিস উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবেন।</li> <li>স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোঃ স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ) এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান (House Construction Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ)।</li> <li>অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোঃ অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ)।</li> <li>কাঠের বা বাঁশের পায়বিশিষ্ট ছোট স্থানান্তরযোগ্য (movable) অবকাঠামো/স্থাপনা (খুঁটি মাটিতে</li> </ul>

	<p>স্থির নয় এমন) যা না ভেঙ্গে সহজেই এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় (ছোট পান-বিড়ি, মুদি, চায়ের দোকান, ইত্যাদি) এমন স্থাপনা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, তবে বিকল্প স্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করা হবে। এমন অবকাঠামো/স্থাপনার জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ) প্রদান করা হবে যাতে অবকাঠামো স্থানান্তরের সময় যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত খরচ নির্বাহ করতে পারে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• অবকাঠামোর মালিকগণ বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অধিগ্রহণাধীন বাণিজ্যিক/শিল্প কারখানা অবকাঠামো/স্থাপনা বিনামূল্যে সরিয়ে নিয়ে যাবেন।</li> </ul>
--	--

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৪: ভূমির আইনসম্মত স্বত্বাধিকারী নয় এমন ব্যক্তিগণ-এর ক্ষেত্রে আবাসিক ও অন্যান্য স্থাপনা/সম্পদ হারানো (স্কোয়াটার/সমাজ স্বীকৃত বসবাসকারী)	
সত্ত্বাবান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
<ul style="list-style-type: none"> <li>• সমাজ স্বীকৃত মালিক (Socially recognised owners) : প্রকল্প সীমানার মধ্যে অবস্থিত ঘর বাড়ী ও স্থাপনা যা জনশুমারি জরিপের সময় সনাক্ত হয়েছে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি(PAVC)কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনা/সম্পদের প্রতিস্থাপন খরচ (Replacement cost) পাবেন।</li> <li>• স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোঃ স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ) এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান (House Construction Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ);</li> <li>• অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোঃ অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) হবে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ)।</li> <li>• কাঠের বা বাঁশের পায়বিশিষ্ট ছোট স্থানান্তরযোগ্য (movable) অবকাঠামো/ স্থাপনা (খুঁটি মাটিতে স্থিত নয়) যা না ভেঙ্গে সহজেই এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় (ছোট পান-বিড়ি, মুদি, চায়ের দোকান ইত্যাদি) এমন স্থাপনা পুনর্বাসন সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না তবে বিকল্প স্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করা হবে। এমন অবকাঠামো/স্থাপনার জন্য কাঠামো স্থানান্তর অনুদান (Structure Transfer Grant) অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০% (দশ শতাংশ) প্রদান করা হবে যাতে অবকাঠামো স্থানান্তরের সময় যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত খরচ নির্বাহ করতে পারে।</li> <li>• সমাজ স্বীকৃত মালিকদের বাড়ির ভিটা উঁচু করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামোর সমপরিমাণ জমির জন্য প্রতি বর্গফুট ৫০.০০ টাকা হারে পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করা হবে।</li> <li>• অবকাঠামোর মালিকগণ বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অধিগ্রহণাধীন আবাসিক অবকাঠামো/স্থাপনা বিনামূল্যে সরিয়ে নিয়ে যাবে।</li> </ul>

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৫: আইন সম্মত মালিক/সমাজ স্বীকৃত মালিকের সামাজিক স্থাপনা (Community Property Resource) ক্ষতি	
সত্ত্বাবান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইন সম্মত মালিক (গণ) অথবা নিবন্ধনকৃত কমিটি ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় ডিসি যাকে/যাদেরকে মালিকসাব্যক্ত করবেন।</li> <li>• সামাজ স্বীকৃত মালিক যারা প্রকল্পের সীমানার (RoW) মধ্যে জনশুমারি জরিপের সময় এবং যৌথ যাচাইকরণ কমিটি (JVC) কর্তৃক সনাক্ত হয়েছেন।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• আইন সম্মত মালিক (গণ) ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) কর্তৃক নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (CUL) পাবেন। এ ছাড়াও স্থাপনার প্রতিস্থাপন মূল্য (প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি(PAVC)কর্তৃক নির্ধারিত) ও আইনসম্মত নগদ অর্থ (CUL)-এর মধ্যে যে পার্থক্য (Topup) তা পাবেন।</li> <li>• সমাজ স্বীকৃত মালিক (গণ)প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি (PAVC) কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনার প্রতিস্থাপন খরচ পুনর্বাসন সুবিধা হিসেবে পাবেন।</li> <li>• প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি (PAVC) কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনার প্রতিস্থাপন খরচের যথাক্রমে ১০% এবং ১০% স্থানান্তর ও নির্মাণ অনুদান হিসেবে পাবেন।</li> <li>• প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি (PAVC) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত CPR বিশেষ সহায়তা হিসেবে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান পাবেন।</li> <li>• অবকাঠামোর মালিকগণ বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অধিগ্রহণাধীন আবাসিক কাঠামো/স্থাপনা বিনামূল্যে সরিয়ে নিয়ে যাবেন।</li> </ul>

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৬: ব্যক্তিগত জমির গাছ-পালা এবং সরকারী জমির উপর গাছ-পালার মালিক/ইজারাদার	
সত্ত্বাবান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত আইন সম্মত মালিক(গণ)।</li> <li>• সমাজ স্বীকৃত মালিক(গণ) যাদের জমিতে মালিকানা স্বত্ব নাই।</li> <li>• গাছ-পালার মালিক(গণ) যারা সরকারী সংস্থা হতে বৈধ ইজারাদার।</li> <li>• সরকারী সংস্থা/এনজিও কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকিত গোষ্ঠীসমূহ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• আইন সম্মত মালিক(গণ) ব্যক্তিগত জমির ওপর গাছ-পালার জন্য বন বিভাগ হতে ধার্যকৃত মূল্যে ডিসি অফিস কর্তৃক নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ পাবেন।</li> <li>• কাঠের গাছ, বাঁশ, ফলের গাছের (কাঠসহ), ইত্যাদির জন্য ডিসি অফিস কর্তৃক নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (CUL) এবং পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্যের (Replacement Value) মধ্যে পার্থক্য (Topup) অতিরিক্ত প্রাপ্যতা হিসেবে পাবেন। এ ছাড়াও ফলের গাছের জন্য কাঠের মূল্যের ৩০% অতিরিক্ত প্রাপ্যতা হিসেবে পাবেন।</li> <li>• সরকারী জমির ওপর গাছপালার জন্য সরকারী সংস্থা/এনজিও হতে বৈধ ইজারাদার ক্ষতিপূরণ পাবেন।</li> <li>• <b>কলা গাছের জন্যঃ</b> ব্যক্তিগত জমির ওপর প্রতি গাছের জন্য ডিসি অফিস কর্তৃক নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (CUL) এবং পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত বর্তমান বাজার মূল্যেও (Current Market Price) মধ্যে (Topup) পার্থক্য পুনর্বাসন সুবিধা হিসেবে পাবেন। সরকারী জমির ওপর প্রতি গাছের জন্য বর্তমান বাজার মূল্য (PAVC কর্তৃক নির্ধারিত) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।</li> <li>• সরকারী সংস্থা/এনজিও কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকিত কার্যক্রমের অধীনে লাগানো গাছপালা গ(ক) ফলের জন্য পুনর্বাসন সুবিধাপাবেন কাঠের মূল্যের ৩০%। অথবা (খ) কাঠের গাছ ও বাঁশের জন্যঃ ক্ষতিগ্রস্ত গাছের DoF কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যা PAVC কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং প্রদান করা হবে (যাদের জমিতে মালিকানা স্বত্ব নাই)।</li> <li>• ফলের গাছের জন্যঃ ক্ষতিগ্রস্ত গাছের DoF কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যা PAVC কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং প্রদান করা হবে (যাদের জমিতে মালিকানা স্বত্ব নাই)।</li> <li>• ফলের জন্য পুনর্বাসন সুবিধাপাবেন কাঠের মূল্যের ৩০%।</li> <li>• বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে গাছ-পালার মালিকগণ বিনামূল্যে গাছ-পালা কেটে নিয়ে যাবেন।</li> </ul>
---	---

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৭: বাণিজ্যিক/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানভেঙে ফেলা বা স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আয়ের ক্ষতি	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
যে কোন স্বত্বাধিকারী বা ব্যবসায়ী বা কারিকর যিনি ৪ ধারা নোটিশ জারির সময় বা জনশুমারি জরিপের সময় অধিগ্রহণনাধীন স্থাপনায় বানিজ্যিক কার্য পরিচালনা করছিলেন।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ছোট ও মাঝারি ব্যবসাঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক আয় ক্ষতির জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা নগদ অনুদান প্রদান (মাসিক গড় আয় ১৫,০০০ টাকা হিসেবে ২ মাসের আয়) করা হবে।</li> <li>• বড় আকারের ব্যবসা (যাদের ড্রেড লাইসেন্স ও আয়কর সার্টিফিকেট আছে)ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক আয় ক্ষতির জন্য ১০০,০০০ (এক লাখ) টাকা নগদ অনুদান প্রদান (মাসিক গড় আয় ৫০,০০০ টাকা হিসেবে ২ মাসের আয়) করা হবে।</li> </ul>

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৮: আয়ের ক্ষতি (ব্যবসা উদ্যোগজা মালিক অথবা নিয়োগকর্তা বাদে)	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
বানিজ্যিক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কর্মচারী/শ্রমিক যারা প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং জনশুমারি জরিপের সময় সনাক্ত হয়েছেন।	ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারী ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা (গড়ে ২ মাসের আয়ের সমান) নগদ অনুদান পাবেন।

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ৯: ভাড়া দেওয়া আবাসিক এবং বাণিজ্যিক স্থপনা/প্রাঙ্গণ থেকে আয়ের ক্ষতি	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
জনশুমারি জরিপে শনাক্ত ভাড়া দেওয়া স্থাপনা/ প্রাঙ্গণের মালিক।	ভাড়া দেওয়া আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর আয়ের ক্ষতির জন্য ভাড়া সহায়তা হিসেবে দুই (২) মাসের ভাড়া অনুদান পাবেন তবে ১০,০০০ টাকার অধিক নয়।

ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১০: ভাড়াটিয়বদের ভাড়ার জন্য বিকল্প স্থান খুঁজে পেতে ভাড়া সহায়তা প্রদান	
সত্ত্ববান ব্যক্তি	প্রাপ্যতা
জনশুমারি জরিপে শনাক্ত স্থাপনা যেখানে কোন পরিবার/ব্যক্তি	আবাসিক অথবা বানিজ্যিক স্থাপনা/প্রাঙ্গণের ভাড়াটিয়া মালামাল/জিনিসপত্র স্থানান্তরের জন্য স্থানান্তর অনুদান হিসেবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং এক মাসের ভাড়া সহায়তা

ভাড়া থাকে (ভাড়াটিয়া)।	হিসেবে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা প্রাপ্যযোগ্য হবে।
<b>ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১১: উপযোগসমূহের পুনঃসংযোগ (গ্যাস, বিদ্যুত, টেলিফোন, জল, পয়ঃনিষ্কাশন, ইত্যাদি)</b>	
<b>সত্ত্বান ব্যক্তি</b>	<b>প্রাপ্যতা</b>
ডিসি কর্তৃক সনাক্ত বৈধ গ্রাহক (যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার মালিক সংযোগের কাগজপত্র, বিল বা বিলের রশিদ দেখাতে পারবেন)	বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক নতুন উপযোগ সংযোগের জন্য নিম্নরূপ নগদ অনুদান দেওয়া হবে : (ক) গ্যাস সংযোগ ১২,০০০ টাকা; (খ) বিদ্যুৎ সংযোগ ৭,০০০ টাকা; (গ) টেলিফোন সংযোগ ৫,০০০ টাকা; (ঘ) পানির লাইন সংযোগ ৫,০০০ টাকা; এবং (ঙ) পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ৫,০০০ টাকা।

<b>ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১২: অসহায় বা হতদরিদ্র পরিবারকে সহায়তা</b>	
<b>সত্ত্বান ব্যক্তি</b>	<b>প্রাপ্যতা</b>
দরিদ্রসীমার সীমার নীচে বসবাসরত পরিবারসমূহ এবং যাদের পরিবার প্রধান বয়স্কো, প্রতিবন্দী এবং অত্যন্ত দরিদ্র (মাসিক আয় ২১,০০০ টাকা পর্যন্ত)।	অন্যান্য ক্ষতিপূরণের সাথে এককালীন অনুদান হিসেবে পুরুষ প্রধান পরিবার ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং মহিলা প্রধান পরিবার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পাবেন।

<b>ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১৩: জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচী</b>	
<b>সত্ত্বান ব্যক্তি</b>	<b>প্রাপ্যতা</b>
হতদরিদ্র (Vulnerable) প্রতি পরিবারের একজন সদস্য	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যকে প্রাথমিক মূলধন হিসাবে “মূলধন অনুদান” ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হবে।</li> <li>হতদরিদ্র প্রতি পরিবারের একজন সদস্যের জন্য কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা সোশ্যাল এনজিও নির্ধারণ করবে।</li> </ul>

<b>ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১৪: অজানা (Unforeseen) প্রতিকূল প্রভাব</b>	
<b>সত্ত্বান ব্যক্তি</b>	<b>প্রাপ্যতা</b>
পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কালে যেকোন অজানা (Unforeseen) ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/ব্যক্তি।	ক্ষতিপূরণ/ভাতা এবং সহায়তা নির্ভর করছে ক্ষতির ধরনের ওপর যা এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স (Entitlement Matrix) অনুযায়ী কোন ক্ষতির আইটেমের অন্তর্ভুক্ত।

<b>ক্ষতিগ্রস্ত আইটেম ১৫: নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে নির্মাণ-সংশ্লিষ্ট অস্থায়ী প্রভাব</b>	
<b>সত্ত্বান ব্যক্তি</b>	<b>প্রাপ্যতা</b>
নির্মাণ-সংশ্লিষ্ট প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং/অথবা সম্প্রদায়।	<ul style="list-style-type: none"> <li>ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চলাচল, নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহনের কারণে যদি কোন স্থাপনা ও জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর ক্ষতি এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স (Entitlement Matrix) অনুযায়ী বহন করবে।</li> <li>প্রকল্পের ফুট প্রিন্ট-এর বাইরের জমি অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য মালিক ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে হতে হবে।</li> <li>জমি মালিককে পূর্বের অবস্থায় অথবা তার চেয়ে ভাল অবস্থায় চুক্তিকৃত জমি ফিরিয়ে দিতে হবে।</li> </ul>



## ৪. পুনর্বাসন এবং স্থানান্তর সংশ্লিষ্ট বিকল্প ব্যবস্থা

ছয়টি টার্মিনাল তথা দুটি কার্গো ও চারটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনালনির্মাণ/উন্নয়নের জন্য আবাসিক পরিবার, দোকান, সার্বজনীন সম্পত্তি (Community Property Resources) এবং কিছু অফিস/প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হবে। আবাসিক পরিবারগুলো বেশিরভাগই চাঁদপুর সাইটে সরকারি জমি (বাংলাদেশ রেলওয়ে) থেকে বাস্তুচ্যুত হবে যেখানে অন্য সব সাইট থেকে দোকান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ এবং মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হবে। ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ খুবই সীমিত (শুধুমাত্র আশুগঞ্জে ০.৬৩৮ একর) এবং কোনো আবাসিক হাউজহোল্ড ব্যক্তিগত জমি থেকে স্থানান্তরিত হবে না। অধিগ্রহণের নিমিত্তে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগত জমি থেকে কিছু দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সব বাস্তুচ্যুত পরিবারপুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় প্রণীত নীতিমালা অনুসারে ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাদি পাবেন। প্রকল্প হতে বাস্তুচ্যুত পরিবার/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন পুনর্বাসন স্থানের ব্যবস্থা করা হবে না বরং তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে যাতে তারা নিজের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেই করে, তবে জীবিকা পুনরুদ্ধারের খরচসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। যদি বাস্তুচ্যুত পরিবার বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি একটি গুচ্ছ পদ্ধতিতে পুনর্বাসনের জায়গার ব্যবস্থা করতে পারে (অন্তত ১০ টি পরিবার/দোকান একসাথে) তবে প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা যেমন বালি ভরাট, প্রবেশের রাস্তা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন, জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পের নির্মাণ/উন্নয়ন কাজের ফলে দুটি মসজিদ ভাঙ্গা পড়বে যা যথাযথভাবে অন্যত্র স্থাপনের/নির্মানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এছাড়াও অরক্ষিত পরিবারগুলিকে (চরম দরিদ্র, মহিলা ও প্রতিবন্ধী পরিবারপ্রধান) আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ব্যবসা শুরু করার জন্য মূলধন সহায়তা, বাজারের সাথে সংযোগ, ঋণের জন্য অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও তাদের জীবিকার বিদ্যমান অবস্থা পর্যবেক্ষণসহদীর্ঘমেয়াদী আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচির (আইএলআরপি) এর আওতায় আনা হবে।

## ৫. অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (জিআরএম)

অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (জিআরএম) হল একটি মূল্যবান হাতিয়ার যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পে দুই পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (Two-Phase Approach GRM) অনুসরণ করা হবে; একটি হলোঃ প্রকল্পে প্রথমপর্যায়ে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (First Phase of Grievance Redressal Mechanism-GRM) এবং অপরটি হলোঃ প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (Phase Two of Grievance Redressal Mechanism-GRM)।

প্রথম পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির অধীনে প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের সমস্যাগুলিকে নিরসনের জন্য একটি অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় (নির্মাণ/উন্নয়ন) অবশিষ্ট সমস্যাগুলির জন্য প্রয়োজ্য যা ক্রয় সংক্রান্ত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কাজের মান, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, যৌন শোষণ ও যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি ইত্যাদির নিরসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

বিআইডব্লিউটিপি থেকে অফিস আদেশের মাধ্যমে, প্রকল্পে তিন স্তরের অভিযোগ নিরসনকমিটি (জিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হবে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা/যৌন হয়রানি/যৌননির্যাতনের শিকার হওয়া নারী বা শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প এলাকায় এসংক্রান্ত সেবা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থা (Service Provider) নিয়োগ করা হবে। লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত কেস সম্পর্কে সেবা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতে এবং পিআইইউকে তথ্য প্রদান করার জন্য পিআইইউ-তে একজন অভিযোগ নিরসনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাসমস্যা সমাধানের জন্য একটি আলাদা অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকবে। ছোটখাট লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (ইভ টিজিং, খারাপ স্পর্শ, ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরসন করা হবে। তবে বিশেষ বা বড় ধরনের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, ইত্যাদি) ক্ষেত্রে, প্রকল্পে নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থার সহায়তায় ভিকটিমকে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি), পুলিশ স্টেশন, হাসপাতালসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানকারী হবে এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে পিআইইউকে অবহিত করবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ও দ্বিতীয় পর্যায়ে-এর অভিযোগ নিরসনের জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট কমিটি যেমন- সাইট লেভেল, পোর্ট লেভেল এবং পিআইইউ লেভেল অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠন করা হবে। প্রকল্পের নির্মাণ/উন্নয়ন কাজ শুরু হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি কার্যকর হবে। এ দুটি ফেজের জিআরএম ছাড়াও, প্রকল্পের জন্য ঠিকাদারী/সাব-ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আর একটি অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি পরিচালিত হবে। শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (এলএমপি) শ্রমিক নিয়োগের সাথে সম্পৃক্ত জিআরএম -এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনা করে ফেজ-১ এবং ফেজ-২ এর জিআরএম একই সাথে প্রকল্পে কার্যকর হতে পারে।

প্রকল্পে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি থাকার ফলে সবার সম্মতির ভিত্তিতে এ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সব দ্বন্দ্বের দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ব্যয়বহুল ও আইনী প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা হতে মুক্তি পেতে সহায়তা করবে। তবে কোনক্রমেই এ ব্যবস্থা একজন ব্যক্তির আইনী অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না এবং সব ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি সব সময়ই বাংলাদেশের যে কোন আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি (জিআরএম) ও অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য আগ্রহী স্টেকহোল্ডারদেরকে স্পষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভাবে জানানো হবে। জিআরএম সম্পর্কে জানাতে ও সচেতনতা বাড়াতে ব্রোশিওর, পোস্ট এবং প্রচার, এবং অন্যান্য উপযুক্ত যোগাযোগের পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ ও পাবলিক লোকেশন/প্রকল্প সাইটগুলিতে স্থাপন করতে হবে।

নির্মাণের সময় বিআইডব্লিউটিপি/ঠিকাদাররা প্রকল্প এলাকায় বহিরাগত শ্রমিকদের আগমন/চাপ এড়াতে যতটা সম্ভব স্থানীয় শ্রমিকদের জড়িত করার চেষ্টা করবে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ব্যক্তির প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য অভিবাসী শ্রমিকদের আগমন এবং নারী ও শিশুদের সাথে শ্রমিকদের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা মনে করে যে এ ধরনের ঘটনা যৌনবাহিত রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। এ উদ্বেগের সমাধান করতে বিআইডব্লিউটিপি এবং ঠিকাদার উভয়ই নিশ্চিত করবে যে নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে সমস্ত স্থানীয় এবং অভিবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির জন্য যৌন রোগের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকার্যক্রম পরিচালনা করবে। অধিকন্তু, ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে তাদের শ্রমিকদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করবে এবং কঠোরভাবে প্রয়োগ করবে।

বিআইডব্লিউটিপি, পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) এবং প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জিআরসি-তে তাদের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে অভিযোগ নিরসন করা হবে। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের অভিযোগ জিআরসি-তে দায়েরের জন্য সোশ্যাল এনজিওসহায়তা করবে। জিআরসি ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের সাথে জড়িত অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করবে। অভিযোগ নিরসন কমিটিসমূহ অভিযোগ ও অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

### সারণী এক্স-৪: অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)

স্তর	বিভিন্ন পর্যায়ের জিআরসি সদস্যরা
সাইট পর্যায়ের জিআরসি	বিআইডব্লিউটিপি প্রতিনিধি (সহকারী পরিচালক/ সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের পদমর্যাদার নিচে নয়)- আহ্বায়ক প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার (উপজেলা/ ইউনিয়ন কাউন্সিল/ সিটি কর্পোরেশন)- সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্য হতে দুইজন প্রতিনিধি (কমপক্ষে একজন মহিলা)-সদস্য প্রতিনিধি, সোশ্যাল এনজিও'র প্রতিনিধি- সদস্য-সচিব
পোর্ট পর্যায়ের জিআরসি	বিআইডব্লিউটিপি প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলী বা সমমানের পদমর্যাদার নিচে নয়)-আহ্বায়ক প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন)-সদস্য বিআইডব্লিউটিপি প্রতিনিধি (সহকারী পরিচালক/ সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের পদমর্যাদার নিচে নয়)-সদস্য প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি - সদস্য প্রতিনিধি, সোশ্যাল এনজিও'র প্রতিনিধি, সদস্য-সচিব
পিআইইউ পর্যায়ের জিআরসি	উপ-প্রকল্প পরিচালক, বিআরডব্লিউটিপি-১-আহ্বায়ক বিআইডব্লিউটিপি-এর সেকেন্ডারি সেলের প্রধান, বিআরডব্লিউটিপি-১, পিআইইউ-সদস্য যোগাযোগ/জিআরএম বিশেষজ্ঞ, বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্প, পিআইইউ-সদস্য সচিব

### (ক) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য পুনর্বাসনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পরিবীক্ষণপদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়েছে যথা- অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ এবং বাহ্যিক পরিবীক্ষণ। সোশ্যাল এনজিও, বিআইডব্লিউটিপি এবং নির্মাণ কাজ সুপারভিশন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণভাবে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নের উপর নজর রাখবে। বাহ্যিক পরিবীক্ষণ সংস্থা (External Monitoring Agency-EMA) পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাসঠিক বাস্তবায়নপরিবীক্ষণ করবে। সোশ্যাল এনজিও দ্বারা কম্পিউটারাইজড তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে একটি পরিবীক্ষণপদ্ধতি চালু করা হবে। এর মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যাবে। অভ্যন্তরীণ

এবং বাহ্যিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি বিআইডব্লিউটিপি-কে ফিডব্যাক প্রদান করবে এবং সেইসাথে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে।

পিআইইউ এবং সোশ্যাল এনজিও'র পরিবীক্ষণ তথ্য যাচাই করার জন্য অর্ধ-বার্ষিক এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন-পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি বহিঃক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। বাহ্যিক পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কমপ্ল্যায়েন্স পরিবীক্ষণের সুযোগ রাখা। মূল্যায়নের সময়, বাহ্যিকপর্যবেক্ষক, প্রয়োজনে এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স এবং বিশ্বব্যাপকের সুরক্ষা নীতির সাথে আরএপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করবে। বাহ্যিক পর্যবেক্ষক ক্ষতিপূরণ ও প্রপ্যতার নীতিমালা, পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক সক্ষমতা, আয় পুনরুদ্ধার, অভিযোগের নিরসন, এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিআইডব্লিউটিপি এবং এর পিআইইউ দ্বারা পর্যাপ্ত বাজেট সহায়তা প্রদানের মতো কমপ্ল্যায়েন্সগুলির বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকবে।

## ৬. বাস্তবায়নের ব্যবস্থা

বিআইডব্লিউটিপি হলো প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সংস্থা। প্রকল্পের কাজেরপরিবীক্ষণসহ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ঢাকায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠা করবেন। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃকপুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নের জন্য একটি সোশ্যাল এনজিও নিয়োগ করা হবে। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য, বিআইডব্লিউটিপি-এর প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠিত হবে। বিআইডব্লিউটিপি নির্মাণকাজ তদারককারীপরামর্শক প্রতিষ্ঠাননিয়োগ করবে, যারনির্মাণকাজ তদারককারীসহ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। পিআইইউ এবং নির্মাণকাজ তদারককারীপরামর্শক প্রতিষ্ঠানেরবিশেষজ্ঞরা প্রয়োজন অনুযায়ী সোশ্যাল এনজিওকেবিশেষ করে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে নির্দেশনা দিবেন।

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা আপডেট এবং বাস্তবায়ন, অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি বাস্তবায়ন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেও প্রকল্প সাইট হতে স্থানান্তর এবং প্রশিক্ষণ ও আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচি (আইএলআরপি) বাস্তবায়নে পিআইইউ-কে সহায়তাকরতে ৬০ মাসের জন্য সোশ্যাল এনজিও নিয়োগ করা হবে। সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সাইট ও প্রকল্প পর্যায়ে তিনটি কমিটি গঠন করা হবে। বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক অফিস আদেশের মাধ্যমেপার্টি এ্যাসেসমেন্ট ও ভ্যালুয়েশন কমিটি (পিএভিসি), অভিযোগ নিরসনকমিটি (জিআরসি) এবং ভৌত অবকাঠামো স্থানান্তর সহায়তা কমিটি (পিআরএসি) গঠিত হবে। পিআইইউ এর সমন্বয়ে প্রতিটি কমিটি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অনুসন্ধানীয় বিষয় (টিওআর) অনুসরণ করবে।

সারণী এক্স-৫ঃ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (আরএপি) বাস্তবায়নের সময়সূচী

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/পদক্ষেপ	বছর ১				বছর ২				বছর ৩				বছর ৪				বছর ৫				
		১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	
A	জমি অধিগ্রহণ এবং অর্থ পরিশোধ																					
১	ডিসি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ																					
২	ধারা ৩ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি, যৌথ যাচাইকরণ, ধারা ৬ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রদান																					
৩	ভূমি অধিগ্রহণ (LA) প্রাক্কলন এবং ডিসিকে অর্থ প্রদান																					
৪	ডিসি কর্তৃক ধারা ৭ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রদান																					
৫	ডিসি অফিস কর্তৃক আইন অনুযায়ী আইনসম্মত নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ (CUL) প্রদান।																					
৬	ডিসি কর্তৃক বিআইডব্লিউটিপি-এ জমি হস্তান্তর																					
B	ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রস্তুতি																					
১	মাঠ পর্যায়ে সোশ্যাল এনজিও নিয়োগদান																					
২	তথ্য প্রচারনা করা																					
৩	পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও প্রকাশ করা																					
৪	পুনর্বাসন সুবিধার প্রদানে বিআইডব্লিউটিপি-এর জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন																					
৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক আইনসম্মত নগদ অর্থ পেতে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সহায়তা করা																					
৬	PAVC কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার বাজেট প্রস্তুত চূড়ান্ত ও অনুমোদনকরণ																					
৭	প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের (Entitled Persons-EPs) ছবি তোলা এবং পরিচয় পত্র প্রদান করা।																					
৮	আইন সম্মত এবং সমাজ স্বীকৃত প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য পাপ্যতা নির্ধারণ																					
C	ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান																					
১	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে ডিসি অফিসে সাথে সংযোগ স্থাপন																					
২	আইনসম্মত নগদ অর্থ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা করা																					
৩	ডিসি কর্তৃক আইন সম্মত অর্থ প্রদান অনুযায়ী স্টেটমেন্ট প্রস্তুত																					
৪	ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং প্রকল্পে																					

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/পদক্ষেপ	বছর ১				বছর ২				বছর ৩				বছর ৪				বছর ৫				
		১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	
	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা																					
৫	আইন সম্মত প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের অতিরিক্ত (Additional) ক্ষতিপূরণও পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করা																					
৬	সমাজ স্বীকৃত প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য (আইডি কার্ড ও প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির প্রপ্যতার কার্ড) ফাইল প্রস্তুত করা																					
৭	সমাজ স্বীকৃত প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানসহ জিআরসি-তে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তা করা																					
D	<b>স্থানান্তর /পুনর্বাসন</b>																					
১	অর্থ প্রদানের পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্যত্র স্থানান্তর																					
E	<b>অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা</b>																					
১	সংক্ষুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে অভিযোগ গ্রহণ করা																					
২	পর্যালোচনা, অনুমোদন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ																					
F	<b>ডাটা নথিভুক্ত এবং পরিবীক্ষণকরণ</b>																					
১	নকসা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং উপাত্ত নথিভুক্তকরণ																					
২	বিআইডব্লিউটিপিএ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ																					
৩	তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিবীক্ষণ																					
৪	বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়ন																					
G	<b>আয় এবং জীবিকা পুনরুদ্ধার</b>																					
১	আয় বৃদ্ধি কার্যক্রম (IGA)-এর বিষয়ে নিড এ্যাসেসমেন্ট সার্ভে করা																					
২	প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ																					
৩	অরক্ষিত/ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জনআয় বৃদ্ধি কার্যক্রম (IGA)-এর উপর প্রশিক্ষণ																					
H	<b>সোশ্যাল এনজিও কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন</b>																					
১	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন																					
২	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন																					
৩	চূড়ান্ত প্রতিবেদন																					

### ৬.১ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (র‍্যাপ) বাস্তবায়ন কমিটি এবং সংগঠন

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (র‍্যাপ) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিআইডব্লিউটিপিএকে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হবে। এগুলো হচ্ছে সম্পত্তির মূল্যায়ন কমিটি এবং অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)। বিআইডব্লিউটিপিএ-এর অফিস আদেশের মাধ্যমে এসব কমিটি গঠন করা হবে। এ দুটি কমিটি ছাড়াও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্যত্র স্থানান্তর করার জন্য প্রতিটি সাইটে (টার্মিনাল) একটি করে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ভৌত অবকাঠামো স্থানান্তর সহায়তা কমিটি গঠন করা হবে।

### প্রপার্টি এসেসমেন্ট গ্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন কমিটি

জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও বিআইডব্লিউটিপি প্রকল্পের আশুগঞ্জ সাইটে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তিগত জমির ওপর ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির যৌথ যাচাইকরণ সমীক্ষা পরিচালনা করবে। ডিসি অফিসব্রাহ্মণবাড়িয়া, প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণে জমির সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কাঠামোর জন্য গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি), গাছের জন্য বন বিভাগ ও ফসলের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি বিপণন বিভাগের সহায়তা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসকগণ সরকারি জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, দোকান বা অন্য কোনো সত্ত্বাকে ক্ষতিপূরণ দিবে না অথবা প্রকল্পে জন্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের যাদের কোনো বৈধ কাগজপত্র বা মালিকানা নাই। তবে, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ অনুযায়ী, সরকারি জমিতে অনুমোদিত ও অননুমোদিত দখলদার, ভাড়াটিয়া, মজুরি শ্রমিক যাদের কোনো আইনি কাগজপত্র নেই, তারাও ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হবেন। প্রকল্পের অধীনে এসবস্বত্বহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক ক্ষতির মূল্য ও প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণপ্রতিটি টার্মিনালের জন্য একটি করে সম্পত্তি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। প্রতিটি টার্মিনালে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সম্পত্তি মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে। বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক, বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিগণ পিএভিসি'র সদস্য হিসেবে মনোনীত হবেন।

### সারণী এক্স-৬: পিএভিসি'র সদস্যপদ

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিপি	আহবায়ক
সহকারী পরিচালক, বিআইডব্লিউটিপি	সদস্য
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ, বিআইডব্লিউটিপি	সদস্য
প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন)	সদস্য
রূপান্তর বাস্তবায়নকারী/এনজিওর মাঠ সমন্বয়কারী	সদস্য-সচিব

সম্পত্তি মূল্যায়ন কমিটি জমির মালিকদের জন্য বিআইডব্লিউটিপি এবং জেলা প্রশাসকদের কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত যৌথ যাচাই জরিপের ফিল্ড বুক যাচাই ও ক্রস চেক করবে। পিএভিসি সরকারি জমিতে প্রকল্প এলাকার সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির যৌথ যাচাইকরণও পরিচালনা করবে। তারা বিআইডব্লিউটিপি কর্তৃক এস-৬ পরামর্শকদের মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জনশুমারি মাধ্যমে সম্পদের জরিপ পর্যালোচনা ও প্রত্যয়ন করবে। যদি ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্যায়নে জনশুমারি এবং যৌথ যাচাই সার্ভের তথ্যের (১০% এর বেশি) মধ্যে বড় পার্থক্য থাকে, তাহলে পিএভিসি পুনরায় পরিদর্শন করবে এবং ক্ষতির শ্রেণী এবং পরিমাণ চূড়ান্ত করবে। সম্পত্তির প্রতিস্থাপনের খরচও বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত হবে। পিএভিসি প্রকল্প সাইটের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে একটি সম্পত্তি মূল্যায়ন সমীক্ষা (পিভিএস) পরিচালনা করবে। তারা জমি ও কাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচ এবং গাছের বাজার মূল্যের পাশাপাশি বর্তমান বাজার মূল্যে আয়ের ক্ষতির পরিমাণ সুপারিশ করার জন্য সেকেন্ডারি তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখবে।

### অভিযোগ নিরসন কমিটি

এ প্রকল্পের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ নিরসন কমিটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম স্তরের জিআরসি সাইট পর্যায়ে (টার্মিনাল), দ্বিতীয় স্তরের জিআরসি বন্দর পর্যায়ে এবং তৃতীয় স্তরের জিআরসি বিআইডব্লিউটিপি-এর প্রকল্প পর্যায়ে। জিআরসি-এর সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রূপ-এর অধ্যায় ৯-এ বর্ণিত হয়েছে।

### ভৌত অবকাঠামো স্থানান্তর সহায়তা কমিটি (পিআরএসি)

প্রতিটি টার্মিনালের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিপি স্থানীয় কর্মকর্তা এবং মহিলা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি ভৌত অবকাঠামো স্থানান্তর সহায়তা কমিটি (পিআরএসি) গঠিত হবে। পিআরএসি-এর নেতৃত্বে থাকবেন পিআইইউ-এর সেকুগার্ড সেল প্রধান, বিআইডব্লিউটিপি-১ প্রজেক্ট, বিআইডব্লিউটিপি এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্কুয়াটারদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য জমি খুঁজে বের করা। পিআরএসি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার মালিক এবং স্কুয়াটার সহ অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত বিকল্প জমি খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।

সারণী এক্স-৭: পিআরএসি এর সদস্যপদ

সেল প্রধান, পিআইইউ'র সুরক্ষা সেল, বিআরডব্লিউটিপি-১ প্রকল্প (বিআইডব্লিউটিএ)	আহবায়ক
স্থানীয় ইউপি সদস্য/ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান বা পৌর/সিটি মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
সহকারী প্রকৌশলী, বিআরডব্লিউটিপি-১ (বিআইডব্লিউটিএ)	সদস্য
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/ব্যক্তিদের প্রতিনিধি	সদস্য
র্যাপ বাস্তবায়নকারী এনজিওর প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

৭. পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

**ক. অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ-** জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম, অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সফল ভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশেষত, পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য হবে-

- ১) ক্ষতিপূরণ, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন সহায়তা, এবং অন্যান্য প্রাপ্যতা সময়মত সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ২) ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের পরতাদের জীবনযাত্রার মান প্রকল্পপূর্ব অবস্থায় বা তার চেয়ে ভাল অবস্থায় হয়েছে কী না তা দেখা; এবং,
- ৩) সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় নির্দেশনা অনুযায়ী র্যাপ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা সোশ্যাল এনজিও ও পিআইইউ কর্তৃক সময়ে সময়ে পরীক্ষণ করা এবং কমপক্ষে ছয় মাসে একবার নির্মাণ কাজতদারকী পরামর্শকদের কর্মীর দ্বারা পরিবীক্ষণ করা। বিশ্বব্যাপক র্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পিআইইউ থেকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন হতে এবং পর্যালোচনা মিশনের সময় অবহিত হবেন।

**খ. বাহ্যিক পরিবীক্ষণ-** ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্যতা প্রদান সময়মত এবং সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা রিপোর্ট করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক একটি বাহ্যিক স্বাধীন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। র্যাপ বাস্তবায়ন সময়কালীন সময়ে প্রতি ৬ মাস অন্তর বিচক্ষণতার সাথে বাহ্যিক পরিবীক্ষণ পরিচালিত হবে। প্রতিটি পরিদর্শন হবে র্যাপ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অনুবর্তিত (কি করার কথা আর কি করা হয়েছে) প্রতিবেদন।

৮. ব্যয় প্রাক্কলন এবং বাজেট

এ পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (র্যাপ) বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খরচের জন্য একটি ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। মোট আনুমানিকর্যাপবাজেট দাঁড়ায় ৮৬৫,২৪২,১৬৮ টাকা যা ১০.৩০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার সমতুল্য যার মধ্যে ২৫.৯০% পরিমাণ অর্থ জমি অধিগ্রহণ খরচের জন্য ডিসি অফিসের মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট ৭৪.১০% অর্থ পুনর্বাসন সহায়তা এবং অন্যান্য খরচের জন্য বিআইডব্লিউটিএ প্রদান করবে। বাজেটে আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচি (ILRP) বাস্তবায়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত আছে, পুনর্বাসন সাইটে নাগরিক সুবিধা নির্মাণ (দলগত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে) এবং চাঁদপুরে একটি মসজিদ নির্মাণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ বাজেটে অপ্রত্যাশিত ব্যয় মেটাতে জিআরসি সুপারিশসহ, র্যাপ বাস্তবায়নের পরবর্তী মূল্যায়ন, আইনি সহায়তা এবং র্যাপ বাস্তবায়নের সময় উত্থাপিত অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যাসহ ৭.৫০% আকস্মিক ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ-এর প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন ক্রমে এ কন্টিনজেন্সি বাজেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণী এক্স-৮: জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন বাজেটের সারাংশ

ব্যয়ের প্রধান উৎস	ডিসি	বিআইডব্লিউটিপি	মোট বাজেট (টাকা)	শতাংশ
জমির জন্য ক্ষতিপূরণ	১৪০,৭০৯,০৫০	১৩৮,৪১৫,৯৫০	২৭৯,১২৫,০০০	৩২.২৬
অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ	৭৪,০২৫,৪৫১	২২৭,৭৯১,৯২২	৩০১,৮১৭,৩৭৩	৩৪.৮৮
গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ	১,০৬০,৮০০	৮,৭০০,৮২০	৯৭৬১৬২০	১.১৩
অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা		১৩৬,৪৬৮,৮১৯	১৩৬,৪৬৮,৮১৯	১৫.৭৭
মসজিদ নির্মাণ খরচ		১০,০০০,০০০	১০,০০০,০০০	১.১৬
পুনর্বাসন সাইট উন্নয়ন		৬০,০০০,০০০	৬০,০০০,০০০	৬.৯৩
মোট বাজেটের ৭.৫% আকস্মিক ব্যয়		৫৯,৭৮৭,৯৬১	৫৯,৭৮৭,৯৬১	৬.৯১
ডিসি বাজেটের ওপর প্রশাসনিক খরচ ২%	৮,২৮১,৩৯৫		৮,২৮১,৩৯৫	০.৯৬
সর্বমোট	২২৪,০৭৬,৬৯৬	৬৪১,১৬৫,৪৭২	৮৬৫,২৪২,১৬৮	১০০.০০
আমেরিকান ডলার	২,৬৫১,৭৯৫.২২	৭,৫৮৭,৭৫৭.০৭	১০,২৩৯,৫৫২.২৮	
%	২৫.৯০	৭৪.১০	১০০	